আজকের কাগজ

তারিখ ... 21 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... 4 ...

ডাকসু নির্বাচন ঃ অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে

শাহ নিসতার জাহান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন চূড়ান্তভাবেই অনিশ্চয়তায় দুলছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এতোদিন পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যাপারে প্রচার প্রচারণা দেখা গিয়েছিলো বেশ। প্রচারণা এখনো আছে। কারোটা নিতান্তই বাহ্যিক। ভেতরে ভেতরে তারা নির্বাচন না করার পক্ষে। ছাত্রলীগ (ম-ই) প্রথম থেকেই ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে দোনামোনা করছিলো। সে ভাবটি তাদের এখনো আছে। তারা এখন চাচ্ছে নির্বাচন পিছাতে। সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিটি থাকছেই। ছাত্রলীগ (ম-ই) বলছে হলের পরিবেশ ভাল নয় তাদের কর্মিরা হলে উঠতে পারছে না। এ দাবিটি তারা আগে থেকেই করছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। সঙ্গে আরো একটি দাবি থাকছে কলাভবনে ডাকসু নির্বাচনী কেন্দ্র গঠন। দাবি মতো হলগুলোয় ভোট গ্রহণ হবে না। ভোট নেয়া হবে কলাভবনে। গতকালের আকস্মিক সংবাদ সম্মেলনেও তারা ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি অশান্ত বলেন এবং তা প্রতিরোধের দাবি করেন। সম্মেলনে মঈনুদ্দীন হাসান, চৌধুরী, ইকবালুর রহিমসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগ মনে করে তাদের দাবির প্রতি কর্তৃপক্ষ কান দিচ্ছে না। একটি সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ (ম-ই) তাদের খসড়া প্যানেল তৈরি রেখেছে। সূত্রটি আরো জানায়, ছাত্রলীগ (ম-ই) চাচ্ছে আরো অন্তত এক মাস নির্বাচন পিছাতে। একজন ছাত্রলীগ কর্মি জানান, নিয়মিত ক্লাস না করার কারণে ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনের ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যায় ফলে তিনি আসছে এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নেবেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেবে।

ছাত্রদলের একটি সূত্র জানায়, ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলনও ডাকসু নির্বাচন পিছানোর দাবিকে সমর্থন করেন। তাবও রয়েছে অছাত্রত্ব সমস্যা। ছাত্রদল এমনিতেই অভ্যন্তরিণ কোন্দলে জড়িত। তাদের ইলিয়াস গ্রুপ বলে কথিত অংশ বেশ সক্রিয়। ডাকসু নির্বাচনে তারা ছাত্রদলকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করবে।

ইতিমধ্যে তারা মিছিল-সমাবেশও করছে। তাদের কর্মকাণ্ড চলছে কার্জন হল এলাকায়। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রচার প্রচারণায় প্রথম থেকেই এগিয়ে, নির্বাচন করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বেশ। তাদের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি চমৎকার। ইলিয়াস গ্রুপের সঙ্গে তাদের মিটমাটেরও চেষ্টা চলছে উচ্চ পর্যায়ে। ছাত্রদল মিলনকে বাহ্যত প্রথম থেকেই নির্বাচনের বাইরে রাখছে। মিলনও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তবে ভর্তির সুযোগটি পেলে তিনি ভিপি পদটি দাবি করতে পারেন বলে একটি সূত্র জানায়।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সব সময় নির্বাচনের পক্ষে কথা বলছে। তারা তাদের প্রচার প্রচারণা ও অভ্যন্তরিণ আলাপ-আলোচনা উৎসাহের সঙ্গে করছেন। তবে তারা ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশের দাবি জানাচ্ছে। ভিপি জিএস পদে তারা রোকনুজ্জামান রোকন, জিয়াউল হক জিয়া, আসলাম খান, মোস্তাক আলম টুলু এদের মধ্যে থেকে মনোনীত হতে পারেন বলে একটি সূত্র জানায়। সূত্রটি আরো জানায় শেষ পর্যন্ত রোকন-জিয়া প্যানেল তৈরি হতে পারে।

আসলে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে ধরে রাখতে চাইছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ (ম-ই)'র এক নেতা জানান, শেষ পর্যন্ত যদি নির্বাচন না পিছায় তবু আমরা প্রস্তুত। তবে আমরা জয়ের ধারাটি ধরে রাখতে চাই। তাই আমরা এখনো বৃহত্তর ঐক্যের আশা ছাড়িনি। প্রয়োজনে কেন্দ্রিয় নেতারা এ বিষয়টি দেখবেন। তিনি আরো জানান, মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরীর ব্যাপারে কেন্দ্রিয় নেতারা খুব আগ্রহী নন। খসড়া প্যানেলও সেভাবেই তৈরি হচ্ছে।